পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

উদ্দীপন

মে মাসের (২০১১) ১২ তারিখ নিউ ইয়র্ক শহরে একটা বিশেষ কবিতা পাঠ আছে। হয়তো তা কিংবদন্তী পাঠের চেহারা নেবে। এই মর্মে একটা ই-চিঠি পেলাম এপ্রিলের মাঝামাঝি। জন অ্যাশবেরি (John Ashbery) আর্তুর র‍্যাঁবোর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'উদ্দীপন' (Illuminations) -এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। সদ্য বেরোনো সে বই থেকে অনুবাদক স্বয়ং পড়বেন। 'উদ্দীপন' কাব্যগ্রন্থের ফরাসী থেকে ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে অনেকবার। তবু এই বইকে ঘিরে এতো চাঞ্চল্যের কারণ দুই মহারথীর এই বিচিত্র কালিক মিলন। আজকের মিথ (অথচ তখন অপরিচিত ও খানিকটা কুখ্যাতও বলা যায়) ২১ বছরের আর্তুর র‍্যাঁবোর অন্তিম গ্রন্থের অনুবাদ করছেন আর এক মিথ ৮২ বছরের জন অ্যাশবেরি। একজন তাঁর নিজের সময়ের থেকে অন্তত ১০০ বছর এগিয়ে থাকা এক বিস্ফোরক কাব্যপ্রডিজি - যার সমান্তরাল কোনো কবি এই সবুজগ্রহের মাটি ছুঁতে পারেননি। এখনো। আর অন্যজন - বহু কাব্য আলোচকের মতে গত শতকে ইংরেজী ভাষার সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কবি। এলিয়টকে মনে রেখেও একথা বলা হয়। র‍্যাঁবো ও অ্যাশবেরি - পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দুজনেই দুর্মর ও জুড়িহীন।

আর্তুর র‍্যাঁবো (আনুমানিক ১৮৭১)

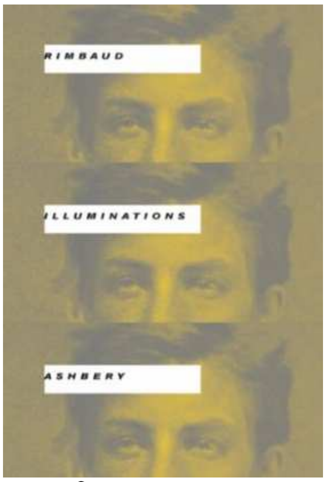

(জন অ্যাশবেরির অনুবাদে Illuminations)

খবর পেয়ে কিন্তু খুব একটা চমকাই নি, কেননা গতবছরই অ্যাশবেরির থেকে শুনেছিলাম ওঁর এই অনুবাদ-প্রকল্পের কথা। গত বছর জুলাই মাসে 'শিকাগো অ্যামপ্লিফায়েড' (শিকাগোর এক বেতার দপ্তর) কবিতা পড়তে ডাকে। সেই পাঠানুষ্ঠানে আমার সাথে পিটার গিৎসি (Peter Gizzi) ও কবিতা পড়লেন। পাঠের দিন দুপুরে, শিকাগো শহরের হাইড-পার্ক অঞ্চলে লেক মিশিগানের ধারে এক মনোরম কাফেতে অসামান্য কয়েকটা ঘন্টা কাটলো। পিটার সেঁকা স্যান্ডউইচের অর্ডার দিলেন, সঙ্গে জিন-টনিক। এক রাশ খাবার ও পানীয় আমার সামনে সাজিয়ে দিয়ে পিটার পড়তে শুরু করলেন ওর প্রকাশিতব্য বইয়ের পান্ডুলিপি - 'প্রান্তসঙ্গীত' (Threshold Songs)। পিটারের মা সদ্য মারা গেছেন প্রায় বৎসরাধিককাল কর্কটরোগে ভুগে। সেই মা, যিনি ছেলেবেলায় পিটারকে খুব একটা কাছে টানতেন না, কোলে নিতেন না, পিটারের ভাষায় 'মায়ের স্পর্শের কোনো স্মৃতি ছিলো না আমার কাছে, জানো! সেই মাকে গত দেড়-বছর বাড়ি ফিরে জড়িয়ে ধরি রোজ। মাও জড়িয়ে ধরে। মা এক বছরেরও বেশি সময় ধ'রে জানতো এ রোগ দুরারোগ্য। বছর খানেকের মতো সময়। তবু মা খুব খুশী ছিলো। কেন জানো? সেকেলে মানুষ, ধর্মপ্রাণ - তার টোনির (পিটারের বাবা, যিনি ৭০-এর দশকে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। পিটার, তার মা ও দাদা মাইকেল দূরদর্শনে দেখেছিলো সেই অভিশপ্ত প্লেনকে মাঠের ধারের এক বাড়ির দোতলায় ঢুকে যেতে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হয়।) সঙ্গে আবার তার দেখা হবে, এই বিশ্বাস করতো। সে টোনিকে গিয়ে বলবে

তার ছেলেরা সফল হয়েছে।' শুধু সফল নয়, দুজনেই দেশের অন্যতম প্রধান দুই কবি - মাইকেল ও পিটার গিৎসি। যেটা আরো দুঃখের, তা হলো এইসব কথা যখন জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে হচ্ছে, তখনো আমরা জানিনা মাত্র তিনমাসের মধ্যেই পিটারের দাদা মাইকেল আচমকা ইহলোক ত্যাগ করবেন।

পিটারের অপরূপ লিরিক কবিতা শুনতে শুনতে মনে হলো মিশিগান হ্রদের সমস্ত অপরাজিতা জলের উৎস আমার এই দুই অভ্রান্ত ভারতীয় চোখ। লিরিক কবিতাকে যে কি চূড়ান্ত নবীন এক সংবেদনশীলতায় পিটার গিৎসি নিয়ে যেতে পারেন শুনতে শুনতে আমার সমস্ত স্লুইস গেট ভাঙে। পিটার পড়তে থাকে -

If all the world says something
we think then we know something
don't we? And then the blank screen
or memory again. You crazy.
No, you crazy. It's like this
but almost always
when time-lapsed words
and weather-swept flowering trees
move in empathetic wind.
I am rooted but alive.
I am flowering and dying.
I am you the wind says, the wind.

—Tradition and the Indivisible Talent

চোখ গলা ভাতের চেয়েও খারাপ, গলা ধ'রে আসছে। ঘন্টা দুয়েক পরে বেতারে কবিতা পড়তে হবে। সেসব ভুলে গেছি। মনে পড়ে যায় ওয়াজিদ আলি শাহ'র কথা। উৎখাত হবার অব্যবহিতকাল পূর্বে নবাব তাঁর ক্রন্দনরত মন্ত্রীকে বলেছিলেন - 'একি ! তোমার চোখে জল ! সত্যিকারের পুরুষের চোখে জল আনে একমাত্র কবিতা ও সঙ্গীত'।

কিছুটা থিতু হয়েছি। স্যান্ডউইচে কামড় বসেছে তখনই পিটার র‍্যাঁবোর এই বইটার কথা তুললো। বললো, 'ভেবে দেখো কি মারাত্মক একটা বই আমরা পেতে চলেছি। র‍্যাঁবো বাই অ্যাশবেরি !' শুনে মনে হলো - সোনা বাই রূপো।

এই সেই বই। তার প্রকাশানুষ্ঠান। নিউ ইয়র্ক অনেক দূর সিনসিন্যাটি থেকে। চাইলেই যাওয়া যায় না। বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। কিন্তু কয়েকদিন পর আমার এক ফরাসীভাষী দাদা নিউ জার্সি থেকে দূরভাষে জানালেন তিনি শুনতে যাচ্ছেন। নিউ জার্সির বাসীন্দা তূর্কী কবি মুরাত নেমাত-নেজাত-ও বললেন, 'আমিও যাচ্ছি আর্যনীল, ফিরে এসে খবর দেবো।' সেই পাঠানুষ্ঠানের শেষে জন অ্যাশবেরি একটা বই সই ক'রে দেন আমার জন্য। সম্প্রতি বইটা হাতে এলো। পড়ার অনেক আগেই, স্রেফ বইটা হাতে নিয়েই যে রোমাঞ্চ হলো তার কোনো তুলনা হয় না। ভারতীয় সাহিত্যের কোনো তথাকথিত দামী পুরস্কারও এমন বিরল নয়। সাহিত্যের পুরস্কার, তা সে যে পুরস্কারই হোক - অনেকেই পেয়েছেন। অনেক কবির হাতের স্পর্শ পেয়েছে সে। কিন্তু অ্যাশবেরির অনুবাদে র‍্যাঁবো, তাও অনুবাদকের নিজের হাতে সই করা বই - 'প্রিয় আর্যনীলকে' - লেখা - এ জিনিস হাতে নিয়ে যদি সর্বতোভাবে আপ্লুত না হই, আমার কবিসত্ত্বা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

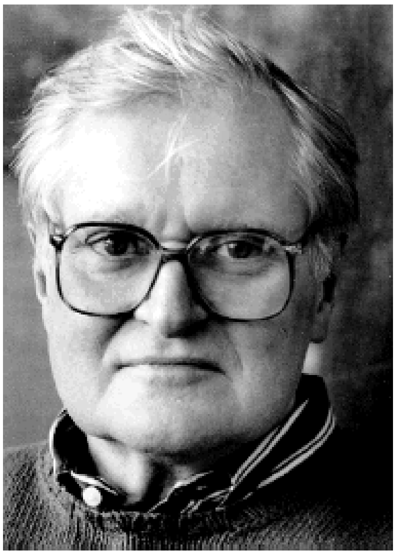

জন অ্যাশবেরি

'উদ্দীপন'-এর পান্ডুলিপি কিন্তু র‍্যাঁবো তুলে দিয়েছিলেন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক পোল ভের্লেনের হাতে। সেটা ১৮৭৫। ভের্লেন বছর দুয়েক ব্রাসেল্‌সের জেল খেটে বেরিয়েছেন। সকলেরি জানা বিরহ ব্যাথায় কাতর ভের্লেন গুলি করেছিলেন র‍্যাঁবোকে। নিজের স্ত্রী-পুত্রকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ক'রে পোল ভের্লেন প্রেমিক র‍্যাঁবোকে তাড়া ক'রে এসেছিলেন ব্রাসেল্‌সে। র‍্যাঁবোর চেয়ে বয়সে যদিও অনেকটা বড়ো, সমকামী সম্পর্কে কিন্তু র‍্যাঁবোই ছিলেন 'স্বামী'। আদালতে মামলা চলাকালীন ভের্লেনকে ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে হয়। সে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় তাঁর পায়ুপথের কোষকলায় ক্ষত। র‍্যাঁবোর সঙ্গে তাঁর পায়ুকামী সম্পর্ক জনসমক্ষে প্রমাণিত হয়। এদিকে র‍্যাঁবো ততোদিনে তাঁর প্রতি সমস্ত আকর্ষণ হারিয়েছেন। ব্রাসেল্‌স ছেড়ে যাবার আগে কেবল 'উদ্দীপন'-এর পান্ডুলিপিটা আর্তুর পোলের হাতেই তুলে দেন। সেই পান্ডুলিপির বই হয়ে বেরোনো এক রোমহর্ষক কাহিনী। তার মধ্যে আজ আর যাচ্ছিনা। শুধু এটুকু বলি যে 'উদ্দীপন' ফরাসী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে 'উদ্দীপন'কে বহু পশ্চিমী সাহিত্য অধ্যাপক/গবেষক 'আধুনিক কবিতার সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ' আখ্যা দিয়েছেন। ভেবে স্তম্ভিত হই আধুনিক কবিতার সেই প্রথম বই যখন বেরোয় রবীন্দ্রনাথ তখন কিশোর। তাঁর বয়স ১৪।

কেমন কবিতায় ভরা 'উদ্দীপন' ? এর কোন সহজ উত্তর হয় না। সম্পূর্ণ বিস্ময়মূক হয়ে ব'সে থাকতে হয় আজো, ১৩৫ বছর পর, এই কবিতার মুখোমুখি। আমরা বহু অনন্যসাধারণ কবিতা পড়ি, অনাস্বাদিতপূর্ব। খুব এগিয়ে থাকা লেখা প'ড়ে বলি - 'ভাবো ওই সময় উনি এইসব লিখেছেন !'। চিহ্ন বিস্ময়সূচক থাকে, কিন্তু ক্রিয়াপদ হয় অতীতের। এর অর্থ এই যে আজ এই লেখা কেউ লিখে নিয়ে এলে ভালো লাগতো কিন্তু বিস্মিত হতাম না। র‍্যাঁবোর ক্ষেত্রে সে নিয়ম খাটে না। 'উদ্দীপন' এর কবিতা যদি আজকের কোনো বাঙালী কবি সঠিক, সুঠাম অনুবাদ ক'রে কবির নাম চেপে কোনো কবিতা পত্রিকায় পাঠান, এবং সে কাগজের সম্পাদকের যদি যথেষ্ট কবিতাবোধ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকে, তিনি কবিতা পড়ে শুধু চমৎকৃত হবেন না। বিরল এক কবিপ্রতিভাকে খুঁজে পাবার আনন্দ তারও সীমানা ছাড়াবে। আমার অতীব অক্ষম অনুবাদে একাংশ দেখা যাক সে কবিতার -

ঝঞ্ঝামতি

(Anguish)

(একাংশ)

কি ভাববো আমাদের প্রথম স্বাধীনতার অগ্রণী পুনর্স্থাপনকে ? বৈজ্ঞানিক যাদুতে ফলানো দুর্ঘটনা আর সামাজিক ভ্রাতৃত্বের নানা আন্দোলন ?....
কিন্তু যে রক্তচোষা আমাদের সেই সমস্ত কাজে বাধ্যতামূলক নিযুক্ত করে যে কাজ নিয়ে আমাদের আমোদ, যাকে বাদ দিয়ে চলতে পারলে হয়তো আমরা অধিকতর বিনোদনী হ'তে পারতাম।
অবসন্নতার বাতাস আর সাগরব্যাপী এই ক্ষতসহ গড়ানো; কায়ার নিপীড়নে, নিস্তব্ধ জলহাওয়ার জিঘাংসার ভেতর দিয়ে যেখানে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা তাদের জঘন্য ঝোড়ো স্তব্ধতায় হাসছে, নিরন্তর।

যতোদূর জানি র‍্যাঁবোর ফরাসী ভাষা ছিলো তাঁর যুগোত্তীর্ণ, তার শৈলি সজীব, নিয়মভঙ্গে রূপবান ও নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যে অনুপম। এছাড়াও উনি বেশ কিছু শব্দকে এমনভাবে ব্যবহার করতেন যাতে তাদের বহু-অর্থধর স্বভাবের সম্পূর্ণ সদব্যবহার করা হয়। জন অ্যাশবেরির ইংরেজি অনুবাদে এই সমস্ত সূক্ষ্মতা ধরা পড়ে।

'শৈশব' ("Childhood/Enfance") নামে আর একটা কবিতা রয়েছে বইতে, দীর্ঘ কবিতা, যেখানে এক অপরূপ অথচ ভয়ার্ত শৈশব থেকে বের ক'রে নেওয়া হয়েছে অননুকরণীয় ভাষাসৌন্দর্যে রচিত কিছু ছবি। ভাষার এই মুগ্ধতার বেড়া ভাঙা খুব শক্ত। সেই বেড়া পেরোতে পারলে তবেই র‍্যাঁবোর চিন্তাকল্পে কুটিরপ্রবেশ সম্ভব। আপাতত সেই কারুবাকী বেড়ার কেয়ারি লক্ষ্য করা যাক -

বনের একেবারে প্রান্তে - স্বপ্নফুল দেয় তার ঝংকার,
বিস্ফোরণ, দেখায় তার লঘুভারপ্রাপ্তি - কমলা ওষ্ঠের মেয়েটি,
তার দুই নির্ভার মোড়া হাঁটু মাঠ থেকে দাপিয়ে ওঠা
মহাপ্লাবনকে কাটিয়ে দেয়, যার নগ্নতাকে কিছুটা ঘষে, মুড়ে,
ঢাকনা পরিয়ে দিয়েছে রঙধনু, বনানী ও সমুদ্র।

একটু পরে একটা কাহিনীচিত্র পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে মেয়েটি মৃতা। আর আচমকা ওঠে ভারতবর্ষের কথা। গল্পের আভাস রেখে কবিতা এগিয়ে চলে তার অপরূপ ভাষার সৌকর্যে আমার পড়ার টেবিল ভরিয়ে দিয়ে -

সেইই তো, ছোট্ট মৃতা মেয়েটি, গোলাপঝাড়ের নেপথ্যে -
সামনের ধাপ বেয়ে নেমে আসে তার মৃতা মা। ছোটো ভাইয়ের খোলা জুড়িগাড়ি বালির ওপর ক্যাঁচ ক'রে ওঠে - সেই ছোটো ভাই - (সে এখন ভারতে না!) ওইখানে সূর্যাস্ত সম্মুখে, কারনেশানের মাঠে - বয়স্ক কবরস্থিতেরা উঠে দাঁড়িয়েছে কাগজের দেয়ালফুলে ছাওয়া র‍্যাম্পার্টে।

জেনারালের কুঠি ঘিরে অবিরাম গুঞ্জনে সোনাপাতার ঝাঁক। ওরা এখন দক্ষিণে - ওই লাল সড়ক ধ'রে সোজা গেলেই খালি সরাইখানা। শাতোর সকল খড়খড়ি নড়বড়ে, এখন বিক্রয়মূল্য ঝুলছে সে পরিত্যক্ত শাতোয় - পল্লীযাজকও হয়তো এতদিনে গির্জার চাবিসমেত নিরুদ্দেশ।

পার্কের পাশে সরকারমশায়ের ঘড়বাড়িও নির্জন। পরিখা এত উঁচু কেবল গাছের শুকনো চূড়ো দৃশ্যমান। তাছাড়া অন্দরমহলে তো দ্রষ্টব্য কিছু নেই।

মাঠ ওপরে উঠে যায় নেহাইহীন, মোরগহীন ক্ষুদ্র গ্রামে। বাঁধ দুয়ার তোলা। আর পথপার্শ্বে, সে যে পেরোয় মরুভূমির সব হওয়াকল, দ্বীপপুঞ্জ আর খড়গাদা।

যাদুপুষ্পেরা গুঞ্জরায়। <তাকে> ক্রোড় দেয় গালিচার ঢাল। চমৎকার কমনীয় পশুরা তখন দুপাশে ঘাই মারছিলো। অনন্তের উষ্ণাশ্রু দিয়ে গড়া উদ্বেলপ্রায় সাগরের প'রে জমছিলো ঝোড়ো মেঘ।

র‍্যাঁবোর নানা মন্তব্য, উক্তিতে, তার ভাবনার গোলকধাঁধাঁ ধ'রে চকিতে ঘুরতে ঘুরতে পাঠক বুঝতে পারবেন কি অসম্ভব পরিপক্ক, বয়ঃপুষ্ট এই সবুজ যুবক। একই সঙ্গে বিপরীতার্থক, বিধ্বংসী ও শ্লেষাত্মক। আর একটা কথা না বলে পারা যায় না। গত শতকের তিরিশের দশক থেকে, ত্রিস্তান জারা ও দাদাবাদের পর থেকেই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, এটা লক্ষ্য করা যায় - অপ্রথাগত, অপ্রতিরোধ্য ও ব্যতিক্রমী সাহিত্য বা শিল্প ভাঙনের নেশায় কয়েকটা ফর্মুলা সহজে আঁকড়ে ধরে - হিংস্রতা, যৌনতা, মাদক ও অপরাধপ্রবণতা। এমনকি সিনেমার নিয়ম ভাঙিয়েদের মধ্যেও বিষয় হিসেবে সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণের কোনো শেষ নেই। জ্যাঁ-লুক গোদারের কথাই ধরা যাক। হাংরি জেনারেশন, প্রভৃতি। এগুলো সহজ আকর্ষণ। নিয়মবিনাশী এর মধ্যে সহজ স্বাধীনতা পেয়ে যান। ২১ বছরের র‍্যাঁবো কিন্তু একবারো এই সমস্ত সহজ পথ ধরছেন না। কোথাও কোনো অশ্লীলতা নেই, ক্রোধের অপর্যাপ্ত ফুলকি নেই, শ্লেষের মধ্যে রূঢ়তা নেই, নারীর প্রতি অসম্মান নেই। পরিপূর্ণ, অনাস্বাদিতপূর্ব এক কবিতা গড়ে তুলছেন আবার ক্ষমতাসীনকে ছেড়ে দিচ্ছেন না। রাজনৈতিক কবিতার পাতাপসরাও কেয়ারি ক'রে উঠছে এখানে সেখানে। র‍্যাঁবো লেখেন 'যুদ্ধ' কবিতায় -

শৈশবে কিয়দাকাশ ঘনিয়েছিলো আমার দেখা জুড়ে: সমস্ত চরিত্র বদলে দিচ্ছিলো
আমার বৈশিষ্ট্যসমূহ। প্রপঞ্চ দুলে উঠছিলো গতিময়তায়। - এখন, মুহূর্তের আনন্তিক প্রক্ষেপ আর গণিতের অসীম আমাকে ছুটিয়ে বেড়াবে গোটা জগত যার পথিমধ্যে ফলিত হয় আমার সকল সামাজিক সাফল্য, এক বিস্ময়কর শৈশবকে শ্রদ্ধাস্মরণ ক'রে অস্বাভাবিক অতিকায় স্নেহে। - নিরপেক্ষ শক্তির সমার্থক এক যুদ্ধের স্বপ্ন দেখি আমি, এক যুদ্ধ যার যুক্তি অসম্ভব অপ্রত্যাশিত।

যা গানের পংক্তির মতো সরল।

যুদ্ধ
(War/Guerre)

দৃশ্যও আসছে। নানা দৃশ্য। কোনো কোনো কবিতা স্রেফ দেখাটুকু এঁকে দিয়েই শেষ হয়ে যায়। এবং এখানে তাঁকে স্বাভাবিক সুন্দর এক তরুণ কবি মনে হয়। এমন কেউ যে সহজতার বশকেও জানে, চেনে। দৃশ্যের পটিয়সীর সাথেও যার মৌজ-মস্করা আছে। দেহাতী সম্পর্ক আছে। আর এটাও যেন মনে হয় যে ভারত সম্বন্ধে র‍্যাঁবোর এক গভীর কৌতূহল রয়েছে। যেমন এক সময় এক ব্রাহ্মণের কথাও আসে যিনি প্রবাদ-প্রবচনের পূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁকে ক'রে দিচ্ছেন। জন অ্যাশবেরির অনুবাদে এই কবিতার কিছুটা দেখা যাক -

O the enormous avenues of the holy land, the terraces of the temple! What have they done with the brahmin who explicated the proverbs to me ? From that time, from back then, I still see even the old women! I remember the hours of silver and sun towards the rivers, the hand of the countryside on my shoulder, and our caresses as we stood in the pepper-scented plain. -- A flight of scarlet pigeons roars around my thought -- Exiled here I had a stage

on which to act out the dramatic masterpieces of all the literatures. I could show you undreamed-of riches. I observe the history of the treasures you found. I see what comes afterward ! My wisdom is as spurned as chaos. What is my nothingness, compared to the amazement that awaits you ?

(Lives/Vies)

বেনিয়মী রোমান্টিক ছোকরার মৃত্যু নিয়ে অনুভবী কৌতূহল থাকবে সেটা স্বাভাবিক। র‍্যাঁবো এর ব্যতিক্রম নন। 'সাধারণ নৈশ' কবিতায় সেই অনুভব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানেও র‍্যাঁবো, র‍্যাঁবো। অভিব্যক্তি ও চিন্তায়, ভাষায় ও চিন্তাকল্পে অসমান্তরালভাবে স্বতন্ত্র। লিখছেন -

এক দমক হাওয়া যেন অপেরার মতো ব্রিচেস খুলে দিয়ে যায় দেওয়ালে দেওয়ালে, - ক্ষয়াটে ছাদের ভগ্নাংশ দোলে, - প্রস্তর-উনুনের দেহরেখা সর্বত্র ছড়িয়ে যায় - ডাকে বড় অলিন্দের গ্রহণ। - দ্রাক্ষাবনের ধারে এক পা যক্ষের মূর্তির ওপর রেখে তারতম্য খুঁজে আমি সেই ঘোড়াগাড়িতে প্রবেশ করি যার উত্তল জানলা, ফোলা প্যানেল, বক্রাকার বনেট তার কালের হিসেব দেবে - আমার নিদ্রার শবযান, একাকী, এক চলমান রাখাল-কুঁড়ে, আমার মূর্খতার কুটির, মুছে যাওয়া সড়কের জমিতে গিয়ে ওঠে সেই গাড়ি, আর ভুলক্রমে ডানদিকের জানলায় ধরা দেয় ভস্ম চান্দ্র মুখগুলো, পাতা, বক্ষ আর আন্দোলন।

(Common Nocturne/Nocturne Vulgaire)

নোট ঃ এ লেখায় র‍্যাঁবোর সমস্ত বাংলা অনুবাদ জন অ্যাশবেরির ইংরেজি অনুবাদের বাংলা তর্জমা। লেখকের করা।